# জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৬ পৌষ ১৪১৭
০৯ জানুয়ারি ২০১১

## বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এ আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নে সুশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তির একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১' গ্রহণ করেছে যার উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। এ রূপকল্পের আওতায় ২০১১ সনের মধ্যে দেশের বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ২০১৪ সনের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। আমি 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জন এবং 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' এর সাফল্য কামনা করছি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*(মোঃ জিল্লুর রহমান)*



(ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন, এম,পি)
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' এর আয়োজনকে আমি অভিনন্দন জানাই। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য "চলো, সবাই স্কুলে যাই" অত্যন্ত সময়োপযোগী।

দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই হলো উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার বাস্তবায়নে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ খ্রিঃ এ দেশে বিদ্যমান সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রা।

বর্তমান সরকার-প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১১ খ্রিঃ এর মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, ঝরে-পড়ারোধ এবং ২০১৪ খ্রিঃ এর মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঘোষিত সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও সকলের জন্য সমসুযোগ নিশ্চিতকরণে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু, উপবৃত্তি প্রদানে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু, চর, হাওর, বাওড়, চা বাগান ও দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়বিহীন ১,৫০০ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষা চালুকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস সকলের আন্ত রিক প্রচেষ্টায় সরকারের গৃহীত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে আমরা সফলকাম হবো।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উপলক্ষে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীযাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডাঃ মোঃ আফছারুল আমীন, এম,পি)



সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## বাণী

মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মনুষ্যত্ব বিকাশে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার মূলভিত্তি। এ উপলব্ধি থেকেই দেশে চলমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

আমাদের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিকে রূপান্তরের একমাত্র হাতিয়ার হলো শিক্ষা। সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জাতি গঠনের বিকল্প নেই। আর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জাতি গড়ার মূলে রয়েছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা। তাই শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে আমাদেরকে সদা সচেষ্ট হতে হবে। এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০১১ খ্রিঃ এর মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও গুণগত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং ২০১৪ খ্রিঃ এর মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা ব্যয়সম্বলিত 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' (পিইডিপি-২) এর বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে চলমান কর্মসূচি অব্যাহত রেখে গ্রহণ করা হচ্ছে 'প্রোগ্রাম-৩'নামে পাঁচ বৎসরের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, যাতে প্রায় মোট আটান্ন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত এবং সরকার কাঙ্ক্ষিত "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও সমসুযোগের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদানসহ নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গতিশীল এ বিশ্বে আমাদের শিশুদের আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্য করে গড়ে তুলতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। নতুন বছরের শুরুতে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচি ও প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জাতি গঠনে উলে-খযোগ্যভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিষয়ে আমি প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশি-ষ্ট সকলকে নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ও দায়বদ্ধতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় নিজেদের আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং প্রাথমিক শিক্ষা পদকপ্রাপ্ত সকল ছাত্রছাত্রী, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচিতে সকলের সম্পৃক্ততা ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

(এ,কে,এম, আবদুল আউয়াল মজুমদার)

## প্রসঙ্গ: প্রাথমিক শিক্ষা

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাই, এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের কোমলমতি শিশু সন্তানেরা টোল, চতুষ্পাঠী ও গুরুগৃহে যেত শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। তখন ছাপানো কোনো বই ছিল না। ফলে তাদেরকে দিনমান প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে গুরুগৃহে অবস্থান করে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা-বচন-কেই অমীয় বাণী জ্ঞান করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে হতো। বলাবাহুল্য গুরুগৃহে অবস্থানের কারণে বিদ্যার্থীদেরকে গুরুর ছোট-খাট ফুট-ফরমায়েশও শুনতে হতো। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনামলে এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল মসজিদ, মক্তব-মদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। সত্যি বলতে তখনও শিক্ষার্থীদের সকলের হাতে-হাতে দেওয়ার মতো পাঠ্যপুস্তক ছিল না। বরং ছিল ধর্মীয়-শাস্ত্রীয় শিক্ষা। এর পরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির শোচনীয় পট পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন ইংরেজরা বাংলা-বিহার-ওড়িশার ক্ষমতা কুক্ষিগত করল, তখন তারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শিক্ষাব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করেছিল। তবে তখন প্রধান যে সমস্যা ছিল, তা – (১) শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objects of Educational Policy) কী হবে? – পশ্চিমা, না দেশীয় জ্ঞাননির্ভর; (২) শিক্ষার বাহন (Medium of Instruction) কী হবে? – ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, না আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ; (৩) শিক্ষাদান ও প্রসারের 'এজেন্সী' বা প্রতিষ্ঠানসমূহ (Agency for the Spread of Education) কী হবে? – মিশন বিদ্যালয়, ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, নাকি ভারতবর্ষে-বাংলায় প্রচলিত টোল, পাঠশালা, মক্তব-মদ্রাসা প্রভৃতি; এবং (৪) শিক্ষার পদ্ধতি (Method of Spreading Education) কী হবে? – জনগণকে শিক্ষিত করতে সরকার সরাসরি ভূমিকা নেবে, নাকি সরকার প্রাথমিকভাবে কিছু লোককে নির্বাচিত ও শিক্ষিত/প্রশিক্ষিত করবে এবং পরে তাদের মাধ্যমে দেশব্যাপী শিক্ষাদান ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যাই হোক, একটি উন্নততর জাতিগঠনের প্রত্যয়হীন সেই পশ্চাৎপদ শিক্ষার যুগ পেরিয়ে এসেছি আমরা অনেক আগেই। অবশ্য সাবেক পূর্বপাকিস্তান আমলেও যে আমাদের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার বাইরে আসতে পেরেছিল, তেমনটা বলা যাবে না।

প্রকৃতার্থে, আমাদের নিজেদের মেধা-মননের নিয়োজন ও বিস্তৃতিতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সেই সরকার প্রথম বছরেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল একটি আধুনিক, অগ্রসর ও গণতান্ত্রিক জাতিগঠনের চেতনাসমৃদ্ধ একটি সুলিখিত সংবিধান, যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মান্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। জাতির এই শ্রেষ্ঠদলিলেই একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করারও অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকর্তৃক উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আর্থ-সামাজিক দিকে দিয়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি জাতির সেই দুঃসহ দিনগুলোতে স্বাধীনতা লাভের মাত্র ২-বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চাকুরি সরকারিকরণ কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না। তবে সেই পদক্ষেপ যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, যুগোপযোগী ও বিস্ময়কর সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল, তা অস্বীকার যায় না। সত্যি বলতে, ১৯৭৩ সালে একযোগে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি সরকারি বেতন-ভাতার আওতায় আনয়ন ছিল নিঃসন্দেহে সেই সরকারের কৃতিত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় চার দশক কাল আমরা পেরিয়ে এসেছি। তাই এখন শিক্ষা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল বিপুল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত দেশ। সম্পদ আমাদের সীমিত। তারপরও সেই সীমিত সম্পদ দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন সময়ে সদাশয় সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে এক শিক্ষাক্ষেত্রেই জনকল্যাণমুখী অসংখ্য উদ্যোগ-কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, চলতি ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল তথা ১০০% শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীপর্যন্ত নির্ধারিত শিক্ষাচক্র শেষ করার আগে নানা কারণে শিক্ষার্থীদের 'ঝরে-পড়া' (Drop-out) রোধসহ 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' (সাধারণ্যে যা 'পিইডিপি ২' হিসেবে পরিচিত) এর অধীনে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ সবিশেষ উল্লেখনীয়। এই কর্মসূচি প্রতিপালিত হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক। নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত/অনুসৃত বিভিন্ন কর্মসূচি/উদ্যোগ সম্পর্কে দু'এক কথা বলার আগে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' (পিইডিপি ২)-এর মূল প্রতিপাদ্য বা রূপরেখা নিচে তুলে ধরা হলো।

*দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য:*

- প্রাথমিক শিক্ষার মান নির্ণায়ক (Primary School Quality Level) পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি এবং চক্র সমাপনের (Primary Education Cycle) হার বৃদ্ধি।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরের মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।
- প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
- বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিভাবকসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণ।

*এখানে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র প্রধান ৪টি* **Component**-*ও উল্লেখ করা যায়। সেগুলো:*

- কম্পোনেন্ট ১: প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- কম্পোনেন্ট ২: শ্রেণীকক্ষের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- কম্পোনেন্ট ৩: অবকাঠামোগত উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা; ও
- কম্পোনেন্ট ৪: সকল শিশুর সাম্য ও গণ্যতার ভিত্তিতে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

***বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন তথা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এখন পর্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত/প্রতিপালিত হয়েছে, এবং যা এখন বাস্তবায়নাধীন, সেগুলোর প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ –***

- সিইনএড শিক্ষাক্রমের সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল বৃদ্ধি;
- Contact hour বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদসৃষ্টি;
- বিদ্যমান শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়নপূর্বক স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সংশোধনপূর্বক স্থানীয়পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহ, বিদ্যালয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং জেন্ডার (Gender) বা লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- শিক্ষক নিয়োগ শেষে নতুন শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে প্রেরণ না করে সরাসরি সিইনএড প্রশিক্ষণে পাঠানো;
- শিক্ষকদের সিইনএড প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ যেমন বিষয়ভিত্তিক, অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, ইনক্লুসিভ এডুকেশন প্রভৃতি;
- প্রতিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট ও লাইব্রেরী স্থাপন এবং সরকারি- বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত পাঠের আনন্দ লাভের জন্য 'সম্পূরক পঠনসামগ্রী' (Supplementary Reading Materials) প্রদান;
- প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির পাশাপাশি তাদের বার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা আরোপ;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (National Academy for Primary Education)-কে শক্তিশালীকরণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে Strategy Paper প্রস্তুত করা হয়েছে সেটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায়, প্রাথমিক শিক্ষকগণ এক-একজন আদর্শ শিক্ষক এবং প্রকৃত 'মানুষ গড়ার কারিগরে' পরিণত হবেন;
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে সুপারিনটেনডেন্ট, ইন্সট্রাক্টর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণান্তে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী কর্তৃক মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- পঞ্চম শ্রেণীর 'শ্রেণীপাঠদান' শেষে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সমাপনী পরীক্ষার আওতায় আনা;
- পঞ্চম শ্রেণীর পাঠদানরত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার ও বৃত্তির কোটা বৃদ্ধি;
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে ৪টি কর্মপরিকল্পনা (জেন্ডার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, উপজাতি ও ঝুঁকিগ্রস্ত শিশু); এবং
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন।

অবশ্য উপরিউক্ত মূল কর্মকাণ্ডের বাইরেও যেমন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সহযোগী সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে, সেই সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার তথা কর্মপরিকল্পনাও রয়েছে, যা এ রকম:

- ২০১৪ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।
- কর্মমুখী শিক্ষা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (Digital Bangladesh) গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম।

আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে এবং নতুন শিক্ষানীতি চালু হলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, এবং পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা একুশ শতকের যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে। বলাবাহুল্য আমরা সবাই এখন সেই শুভ দিনের প্রত্যাশায়।

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ
সরকার
২৬ পৌষ ১৪১৭
০৯ জানুয়ারি ২০১১

## বাণী

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিনেই মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এজন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*শেখ হাসিনা*



প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## বাণী

সুশিক্ষিত জাতিই গড়তে পারে একটি আধুনিক উন্নত দেশ। আর সেই সুশিক্ষিত জাতি গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এবারের 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১০' এর প্রতিপাদ্য হলো "চলো, সবাই স্কুলে যাই"। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপনকে আমি স্বাগত জানাই।

মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক করে নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। মানসম্মত শিক্ষা অর্জন এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। তাই বর্তমান সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে শিক্ষিত ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা স্থির করেছেন। এর আলোকে বিগত ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিফিন চালু, উপবৃত্তি প্রদানে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই প্রদান, শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও বঞ্চিত অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিখনকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালুসহ ৩৭,৬৭২ (সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টি শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সদ্য প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম ও জেন্ডার সমতা আনয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্‌ড়বায়নাধীন আছে।

সরকারের এ সকল কর্মসূচি সম্মিলিতভাবে আমাদের সকলকে বাস্‌ড়বায়ন করতে হবে। কারণ এদেশ আপনার আমার সকলের। কাজেই এর উন্নয়নের দায়িত্বও আমাদের সকলের। আমি বিশ্বাস করি সকলের আত্মনিবেদনের মাধ্যমে "রূপকল্প ২০২১" বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হবো।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উপলক্ষে যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*(মোঃ মোতাহার হোসেন, এমপি)*



মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর, সেকশন ২, ঢাকা ১২১৬

## বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা যেমন সকল শিক্ষার বুনিয়াদ তেমনি তা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সে শিক্ষা অর্জনে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সাংবিধানিক স্বীকৃতিও রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। তাই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থেকে এবং দেশের সকল মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসে প্রাথমিক শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষার এই গুরুত্ব বিবেচনায় মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সৃষ্টির প্রথম থেকেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে একুশ শতকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রযুক্তিগত জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, 'ঝরে-পড়া' (Drop out) রোধ এবং তাদেরকে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ জন্য বাস্‌ড়বায়িত হচ্ছে 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' (পিইডিপি ২) সহ নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এবং এ কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল রাখতে ২০১১ সালের জুলাই থেকে হাতে নেওয়া হচ্ছে 'প্রোগ্রাম ৩' বা 'পিইডিপি-৩'। 'দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যাশিত মান অর্জনের জন্য যে সকল পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো- (১) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন; (২) স্কুল ও শ্রেণীকক্ষের গুণগত মানোন্নয়ন; (৩) অবকাঠামোগত উন্নয়ন; এবং (৪) শিক্ষাসুযোগ সম্প্রসারণ।

এছাড়া বছরের শুরুতেই দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিনামূল্যে পরিমার্জিত নতুন ও রঙিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। আমাদের কোমলমতি শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাবলম্বী হয়ে বেড়ে উঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা' চালু করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। বস্তুত এ সকল কর্মসূচি এবং প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন একটি শিক্ষিত জাতিগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে সহায়ক হবে বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপনোপলক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশিক্ষকসহ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১' এর সকল কর্মসূচিতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কামনা করি। আসুন, আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায়, শ্রমে ও অধ্যবসায়ে একটি প্রকৃত শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলি এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার শক্তি ও প্রত্যয় অর্জন করি।

শ্যামল কান্তি ঘোষ